After reviewing the draft Act, I found the same is in good order.

(Mohammad Jamal Hossain)
Advocate, Supreme Court of Bangladesh & Legal Retai[ner] Bangladesh Bank
Head of Chambers' The Lex Society.

Mohammad Jamal Hossain
LLB (Hon's) LLM (DU)
Advocate
Supreme Court of Bangladesh
Chamber: The Lex Society
Suit # C-8 (8th Floor) City Axis
34, Segunbagicha, Dh[aka]

বিল নং..............., ২০২৬

জাল মুদ্রা প্রস্তুত, ধারণ, ক্রয়, বিক্রয় এবং সরবরাহ প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়নকল্পে আনীত বিল।

যেহেতু দেশে প্রচলিত মুদ্রার আদলে জাল মুদ্রা প্রস্তুত, ধারণ, ক্রয়, বিক্রয়, ব্যবহার, মজুত, পরিবহণ, সরবরাহ, সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রম প্রতিরোধসহ জাল মুদ্রা-সংশ্লিষ্ট অপরাধের শাস্তি পুনর্নির্ধারণ এবং বৈধ মুদ্রা ব্যবহারে আইনি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজন;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন জারি করা হইল :

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম–(ক)** এই আইন 'জাল মুদ্রা প্রতিরোধ আইন, ২০২৬' নামে অভিহিত হইবে।

(খ) এই আইন---সনের ---তারিখে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে–

(ক) **'আদালত'** অর্থ দায়রা জজ আদালত, অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত; বা মহানগর দায়রা জজ আদালত, অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালত;

(খ) **'কারেন্সি অফিসার (Currency Officer)'** অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল কার্যালয়, ইস্যু বিভাগ এর দায়িত্বরত প্রধান কর্মকর্তা;

(গ) **'জালকারী'** অর্থ কোনো ব্যক্তি বা সংঘবদ্ধ জালিয়াত চক্রের কোনো সদস্য কিংবা জালিয়াত চক্রের পক্ষে কর্ম সম্পাদনকারী যে-কোনো ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠান;

(ঘ) **'জাল মুদ্রা'** অর্থ বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত নহে এইরূপ–

Vetted

THE LEX SOCIETY ★ HEAD OF CHAMBER ★

(i) মুদ্রাসদৃশ কাগজ বা ধাতব পদার্থ, যাহা প্রকৃতপক্ষে কোনো মুদ্রা নহে এবং যাহাতে আসল মুদ্রার এক বা একাধিক মৌলিক বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত ; বা

(ii) স্মারক মুদ্রাসদৃশ কাগজ বা ধাতব পদার্থ, যাহা প্রকৃতপক্ষে কোনো স্মারক মুদ্রা নহে;

(iii) যাহা বাংলাদেশে বৈধভাবে প্রচলিত মুদ্রা নহে;

(ঙ) **'টেম্পার্ড (Tampered) মুদ্রা'** অর্থ মুদ্রার নম্বর বা স্বাক্ষর বা মূল্যমান অথবা অন্য কোনো মুদ্রণ-বৈশিষ্ট্য বা যে-কোনো নিরাপত্তা-বৈশিষ্ট্য টেম্পারিং (Tampering) বা ঘষা-মাজা করিয়া প্রস্তুতকৃত মুদ্রা;

(চ) **'ব্লিচড (Bleached) মুদ্রা'** অর্থ যে-কোনো মূল্যমানের মুদ্রার মুদ্রণ কোনো উপায়ে মুছিয়া ফেলিয়া তদস্থলে ভিন্ন মূল্যমানের মুদ্রার অনুরূপ মুদ্রণ করিয়া প্রস্তুতকৃত জাল মুদ্রা;

(ছ) **'মিসম্যাচড (Mismatched) মুদ্রা'** অর্থ প্রতারণার উদ্দেশ্যে একাধিক মুদ্রার অংশবিশেষ সংযুক্ত করিয়া প্রস্তুতকৃত মুদ্রা;

(জ) **'মুদ্রা'** অর্থ বাংলাদেশের বৈধ মুদ্রা হিসাবে স্বীকৃত কোনো ধাতব মুদ্রা বা কাগুজে নোট;

(ঝ) **'স্মারক মুদ্রা'** অর্থ কোনো বিশেষ ব্যক্তি, স্থাপনা, দিবস বা ঘটনার স্মরণে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মুদ্রিত ধাতব মুদ্রা বা কাগুজে নোট;

৩। **আইনের প্রাধান্য**– (ক) আপাতত বলবৎ জাল মুদ্রা সংক্রান্ত অন্য কোনো আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানবলী প্রাধান্য পাইবে

(খ) জাল মুদ্রা সংক্রান্ত অন্য কোনো আইন বা উহার কোনো বিধান যদি এই আইনের কোনো বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহা হইলে সেই আইন বা সেই আইনের বিধান যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। **কমিটি গঠন**– জাল মুদ্রা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, অন্যূন নির্বাহী পরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তার সভাপতিত্বে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থাসমূহের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি 'জাল মুদ্রা প্রতিরোধ সংক্রান্ত কমিটি' গঠন করিতে পারিবে। কমিটির গঠন ও কার্যাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৫। **তথ্য ভান্ডার স্থাপন ও পরিচালনা**–(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক জাল মুদ্রা বাহক, সরবরাহকারী, প্রস্তুতকারী, বিপণনকারী এবং মুদ্রা প্রস্তুতে ব্যবহৃত আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সম্পর্কিত একটি তথ্য ভান্ডার স্থাপন ও পরিচালনা করিবে।

(খ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা গোয়েন্দা সংস্থা জাল মুদ্রা-সংক্রান্ত কোনো তথ্য সম্পর্কে অবহিত হইলে বা কোনো আইনগত কার্যধারা রুজু করিলে তাহারা উক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক-কে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিবে।

(গ) ধারা ৫ এর দফা (খ)-এর অধীন প্রাপ্ত তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত পদ্ধতিতে তথ্য ভান্ডারে সংরক্ষণ করিবে; উক্ত তথ্য জাল মুদ্রা প্রতিরোধ সংক্রান্ত কমিটির চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক সরবরাহ করিবে।

(ঘ) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জাল মুদ্রা-সংক্রান্ত কোনো আইনগত কার্যধারা পরিচালনার প্রয়োজনে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তথ্য ভান্ডারে রক্ষিত তথ্য ব্যবহার করিতে পারিবে।

Vetted
THE LEX SOCIETY
HEAD OF CHAMBER

৬। **জাল মুদ্রা সংক্রান্ত অপরাধ**–নিম্নবর্ণিত কার্যসমূহ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মুদ্রা জালকরণ-সংক্রান্ত অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইনের অধীনে বিচার্য হইবে, যথা:

(ক) মুদ্রা জালকরণ বা জ্ঞাতসারে মুদ্রা জালকরণ প্রক্রিয়ার যে-কোনো অংশ সম্পাদন করা;

(খ) কোনো মুদ্রা জাল বলিয়া জানা সত্ত্বেও বা উহা জাল বলিয়া বিশ্বাস করিবার যথাযথ কারণ থাকা সত্ত্বেও, জাল মুদ্রা মজুত, ক্রয়, বিক্রয়, ব্যবহার, গ্রহণ কিংবা অন্য কোনোভাবে উহাকে আসল মুদ্রা বলিয়া ব্যবহার বা লেনদেন করা এবং দখলে রাখা;

(গ) মুদ্রা জালকরণ কার্যে ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে অথবা জালকরণ কার্যে ব্যবহার করা হইবে জানা সত্ত্বেও বা তদ্রূপ বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত কারণ থাকা সত্ত্বেও, কোনো যন্ত্র, হাতিয়ার, উপাদান বা সামগ্রী প্রস্তুত করা বা প্রস্তুত প্রক্রিয়ার কোনো অংশ সম্পাদন করা, ক্রয়, বিক্রয়, ব্যবহার, সরবরাহ, আমদানি-রপ্তানি, মেরামত, বহন, হেফাজত বা নিজের দখলে রাখা;

(ঘ) জাল মুদ্রা তৈরি-সংক্রান্ত পদ্ধতি উদ্ভাবন অথবা উহার তথ্য আদান প্রদান;

(ঙ) জাল মুদ্রা তৈরি-সংক্রান্ত ফাইল, অডিও ও ভিডিও ক্লিপিং ইত্যাদির হার্ডকপি অথবা সফটকপি বা উহার সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি অবৈধ উদ্দেশ্যে দখলে রাখা;

(চ) জাল মুদ্রা বিদেশ হইতে দেশে বা দেশ হইতে বিদেশে সরবরাহ বা পরিবহন বা পাচার;

(ছ) ব্লিচড, টেম্পার্ড এবং মিসম্যাচড মুদ্রা ক্রয়, বিক্রয়, ব্যবহার বা লেনদেনে ব্যবহার বা বহন বা দখলে রাখা;

(জ) জ্ঞাতসারে জাল মুদ্রা অথবা আসল মুদ্রা সম্পর্কিত কোনো গুজব ছড়ানো এবং

(ঝ) জাল করার উদ্দেশ্যে ব্যতিত অন্য কোন উদ্দেশ্যে মুদ্রা সদৃশ কোন বস্তু বা দলিল প্রস্তুত যা দ্বারা কোন ব্যক্তি প্রতারিত হতে পারে।

Vetted
THE LEX SOCIETY
HEAD CHAMBER

৭। **অপরাধে সহায়তার শাস্তি-** যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করেন এবং সেই সহায়তার ফলে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হয় বা অপরাধটি সংঘটনের চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে ঐ অপরাধ সংঘটনের জন্য বা অপরাধটি সংঘটনের চেষ্টার জন্য নির্ধারিত দণ্ডে সহায়তাকারী ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবেন।

৮। **প্রবেশ, তল্লাশি, গ্রেফতার, জব্দ ইত্যাদির ক্ষমতা**–(ক) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে; পুলিশের উপ-পরিদর্শক অথবা তদূর্ধ্ব কোনো কর্মকর্তার অথবা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের ল্যান্স নায়েক অথবা তদূর্ধ্ব কোনো

কর্মকর্তার অথবা কোস্ট গার্ড বাহিনীর পেটি অফিসার অথবা তদূর্ধ্ব কোনো কর্মকর্তার যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার কোনো কারণ থাকে যে, কোনো স্থানে জাল মুদ্রা প্রস্তুত, মজুত, বিপণন, পরিবহণ করা হয়, তাহা হইলে তিনি সেইরূপ স্থানে প্রবেশ, পরিদর্শন এবং বিনা পরোয়ানায় তল্লাশি করিতে পারিবেন।

(খ) তল্লাশিকালে জাল মুদ্রা প্রস্তুত, মজুত, বিপণন ও পরিবহণে সম্পৃক্ত কোনো সন্দেহজনক ব্যক্তিকে পাওয়া গেলে তাহাকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করা যাইবে।

(গ) তল্লাশিকালে প্রাপ্ত সন্দেহজনক মুদ্রা, জাল মুদ্রা লেনদেন হইতে প্রাপ্ত প্রচলিত বৈধ স্থানীয় বা বৈদেশিক মুদ্রা (নগদ, চেক বই, প্লাস্টিক মানি তথা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড) যাহাই থাকুক না কেন, সরঞ্জামাদি, যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, স্ক্যানার ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস ইত্যাদি এবং কাগজ-কালি, রাসায়নিক দ্রব্যাদিসহ অন্যান্য দ্রব্যাদি জব্দ করা যাইবে।

(ঘ) পুলিশ কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কোনো কর্মকর্তা কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিলে অথবা উপধারা (গ) এর আওতায় কোনো বস্তু জব্দ করিলে, তিনি অনতিবিলম্বে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে অথবা জব্দকৃত বস্তু সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা কোন নিকটস্থ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা আধিকারিক (Duty Officer) এর নিকট হস্তান্তর করিবেন।

৯। **অভিযোগ বা মামলা দায়ের**—কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করিলে তাহার বিরুদ্ধে পুলিশ অথবা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি অথবা সংক্ষুব্ধ প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের কোনো প্রতিনিধি অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট থানা অথবা আদালতে অভিযোগ বা মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

১০। **তদন্ত**—ফৌজদারী কার্যবিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীনে কোন অপরাধের তদন্ত উপ-পরিদর্শক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোনো পুলিশ কর্মকর্তা কিংবা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা তদন্ত করিবেন।

(ক) (১) অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ সংঘটনের সময়ে হাতেনাতে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইলে বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধৃত হইয়া পুলিশের নিকট সোপর্দ হইলে, তাহারা ধৃত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ৯০ (নব্বই) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিয়া আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন; অথবা

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ সংঘটনের সময়ে হাতেনাতে ধৃত না হইলে তাহার অপরাধ সংঘটন সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য প্রাপ্তি বা, ক্ষেত্রমতে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা আদালতের নিকট হইতে তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ৯০ (নব্বই) কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।

Vetted

(খ) কোনো যুক্তিসংগত কারণে উপ-ধারা (ক) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তদন্তকার্য সমাপ্ত করা সম্ভব না হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে কেস ডায়েরিসহ বিলম্বের কারণ সংবলিত লিখিত প্রতিবেদন আদালত বা, ক্ষেত্রমত, ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থাপন করিবেন এবং উক্ত আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্ট হইলে, উক্ত তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিবেন তবে শর্ত থাকে যে, আদালত বা, ক্ষেত্রমত, ম্যাজিস্ট্রেট যুক্তিসঙ্গত কারণে বিশেষ বিবেচনায় ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সময় পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(গ) তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের পর উহার বিরুদ্ধে নারাজি দাখিল হইলে আদালত অধিকতর তদন্তের নিমিত্তে নূতন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে তদন্তের আদেশ প্রাপ্ত হইবার পরবর্তী ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিতে হইবে।

(ঘ) উপধারা (ক) এ উল্লিখিত সময়সীমা বা ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (খ) ও (গ) এর অধীন বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে কোন তদন্তকার্য সম্পন্ন না করার ক্ষেত্রে, তৎসম্পর্কে ব্যাখ্যা সংবলিত প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর তদন্তের আদেশ প্রদানকারী আদালত কিংবা, ক্ষেত্রমত, ম্যাজিস্ট্রেট যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন না হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা বা ক্ষেত্রবিশেষে কোন সরকারী কর্মকর্তা দায়ী, তাহা হইলে উহা দায়ী ব্যক্তির অদক্ষতা ও অসদাচরণ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এই অদক্ষতা ও অসদাচরণ তাহার বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে চাকরি বিধিমালা অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(ঙ) তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের পর যদি আদালত তদন্ত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি পর্যালোচনা করিয়া এই মর্মে সন্তুষ্ট হোন যে, তদন্ত প্রতিবেদনে আসামী হিসাবে উল্লিখিত কোন ব্যক্তিকে আসামীর পরিবর্তে সাক্ষী হিসাবে গণ্য করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

(চ) যদি মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্তির পর আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, এই আইনের অধীন কোন অপরাধ তদন্তকারী কর্মকর্তা [নিজে বা তাহার উর্ধ্বতন কোন কর্মকর্তার নির্দেশে] কোন ব্যক্তিকে অপরাধের দায় হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বা তদন্তকার্যে গাফিলতির মাধ্যমে অপরাধটি প্রমাণে ব্যবহারযোগ্য কোন আলামত সংগ্রহ বা বিবেচনা না করিয়া বা মামলার প্রমাণের প্রয়োজন ব্যতিরেকে উক্ত ব্যক্তিকে আসামীর পরিবর্তে সাক্ষী করিয়া বা কোন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীকে পরীক্ষা না করিয়া তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা [বা, ক্ষেত্রমত, তাহার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার] বিরুদ্ধে উক্ত কার্য বা অবহেলাকে অদক্ষতা বা, অসদাচরণ হিসাবে চিহ্নিত করিয়া আদালত উক্ত কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষকে তাহার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারিবে।

(ছ) আদালত [বা ক্ষেত্রমত, ম্যাজিস্ট্রেট] কোন আবেদনের প্রেক্ষিতে বা অন্য কোন তথ্যের ভিত্তিতে কোন তদন্তকারী কর্মকর্তার পরিবর্তে অন্য কোন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

Vetted

HEAD OF CHAMBER * THE LEX SOC

(জ) উপ-ধারা (ছ) এর অধীন মামলা তদন্ত করার সময়ে প্রশাসনিক আদেশে কোন তদন্তকারী কর্মকর্তার বদলি আদেশ কার্যকর করা যাইবে না।

১১। জাল মুদ্রা প্রত্যয়ন (Certifying) করিবার ক্ষমতা–(ক) নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জব্দকৃত জাল মুদ্রা প্রত্যয়ন (Certifying) করিবার ক্ষমতা ও মুদ্রা জাল কি না সেই বিষয়ে মতামত প্রদান করিতে পারিবেন:

(১) বাংলাদেশ ব্যাংক-এর কারেন্সি অফিসার বা তাহার প্রতিনিধি; অথবা

(২) বাংলাদেশ পুলিশের ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সি আই ডি) এর ফরেনসিক ল্যাবরেটরির বিশেষজ্ঞ; অথবা

(৩) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে বিজ্ঞাপিত বা নির্ধারিত এমন কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যাহার উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও বিশেষজ্ঞ রহিয়াছে;

(খ) প্রত্যয়নকারী (Certification) কর্মকর্তা কী বৈশিষ্ট্যের কারণে মুদ্রা বা মুদ্রাগুলি জাল বা আসল মুদ্রা বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে সেই বিষয়ে উপযুক্ত কারণ উক্ত মতামতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

১২। ক্যামেরায় গৃহীত স্থির বা ভিডিও চিত্র, রেকর্ডকৃত কথাবার্তা ইত্যাদির সাক্ষ্যমূল্য– অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জাল নোট প্রস্তুত, ধারণ, বহন, মজুত, ক্রয়, বিক্রয়, ব্যবহার, সরবরাহ বা উহার সহিত সম্পৃক্ত কোনো অপরাধের প্রস্তুতি গ্রহণ বা উহা সংঘটনের সহায়তা-সংক্রান্ত কোনো ঘটনার ভিডিও চিত্র বা স্থিরচিত্র কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য বা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ধারণ বা গ্রহণ করা হইলে বা কোন কথাবার্তা বা আলাপ আলোচনা কিংবা টেলিফোন, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ই-মেইল ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস বা অন্য কোনো মাধ্যমে ধারণ করা হইলে বা টেপ রেকর্ডার বা ডিস্কে ধারণ করা হইলে, এতদসম্পর্কিত ছবি বা উক্ত ভিডিও চিত্র বা স্থিরচিত্র বা টেপ বা ডিস্ক ইত্যাদি উক্ত অপরাধের বিচারে সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসাবে আদালতে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে।

১৩। বাজেয়াপ্তকরণ ও বিলি-বন্দেজ–(ক) এই আইনের অধীনে বাজেয়াপ্তযোগ্য কোনো দ্রব্যের বাজেয়াপ্তকরণ আদেশ প্রদানের অবিলম্বে দ্রব্যসমূহ সরকার বা আদালত কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে এবং তিনি উহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মামলার আলামত হিসেবে ব্যবহার, হস্তান্তর, নিলাম বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে বিলি-বন্দেজের ব্যবস্থা করিবেন।

(খ) তল্লাশিকালে ধারা ৮ এর দফা (গ)-এ জব্দকৃত কোনো বৈধ মুদ্রা বা বৈদেশিক মুদ্রা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকারি কোষাগারে জমা করিতে হইবে।

(গ) জাল মুদ্রা প্রাপ্তির ঘটনায় ব্যাংক সমূহের করণীয় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

Vetted

THE LEX SOCIETY
HEAD OF CHAMBER

১৪। **দণ্ড– (ক)** যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৬ এর দফা (ক) হইতে (ছ) এ বর্ণিত কোনো অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের অর্থমূল্যের দ্বিগুণ পরিমাণ অথবা ০১ (এক) কোটি টাকা, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা অধিক, অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং প্রদত্ত অর্থদণ্ড অনাদায়ে অতিরিক্ত ০৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(খ) যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৬ এর দফা (জ)-এ বর্ণিত অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক ১০ (দশ) বৎসর পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং সর্বোচ্চ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, এবং প্রদত্ত অর্থদণ্ড অনাদায়ে অতিরিক্ত ০২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(গ) যদি কোনো ব্যাক্তি ধারা ৬ এর দফা (ঝ)- এ বর্ণিত অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, এবং প্রদত্ত অর্থদণ্ড অনাদায়ে অতিরিক্ত ০২ (দুই) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৫। **অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা**–এই আইনে বর্ণিত অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (Cognizable), অ-আপোসযোগ্য (Non-compoundable) ও অ-জামিনযোগ্য (Non-bailable) বলিয়া গণ্য হইবে।

১৬। **অপরাধের বিচার**–এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী দায়রা জজ আদালত, অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত বা মহানগর দায়রা জজ আদালত, অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালত কর্তৃক বিচার্য হইবে।

১৭। **ফৌজদারি কার্যবিধির প্রয়োগ**–এই আইনের ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, এই আইনের অধীনে গ্রেফতার, আটক, তল্লাশি, জব্দ, মামলা দায়ের, তদন্ত, অনুসন্ধান, অপরাধ আমলে গ্রহণ, বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898)-এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

১৮। **আপিল**– আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিচারিক আদালত কর্তৃক এই আইনের অধীনে প্রদত্ত কোন রায়ে আরোপিত দণ্ড দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি রায় বা দণ্ডাদেশ প্রদানের তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করিতে পারিবে।

১৯। **জাল মুদ্রা প্রস্তুতে ব্যবহৃত উপকরণ সম্পর্কে বিধিনিষেধ**–বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শক্রমে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা জাল মুদ্রা প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত কাগজ, রাসায়নিক দ্রব্যাদি বা যন্ত্রপাতিসহ যে-কোনো উপকরণ উৎপাদন, সংরক্ষণ, ক্রয়, বিক্রয় বা সরবরাহ বা আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

Vetted
THE LEX SOCIETY
HEAD OF CHAMBER

২০। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২১। **প্রবিধান প্রণয়ন**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইন বা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২২। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করা হইবে; তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজিতে অনূদিত পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

Vetted